অভিমত

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সংকট

গাউসুর রহমান

আমাদের দেশে শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দের অনেক উদ্দেশ্য আছে। এ উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণই প্রধান। এছাড়া বিশেষ অথবা কোনো নির্ধারিত উদ্দেশ্যে নির্ধারিত অর্থের বরাদ্দও থাকে। আমরা জানি যে, বিনামূল্যে প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো— গরিব মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। দেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড পরিচালনার জন্য দরকার সার্টিফিকেটধারী লোকদের। তারা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে থাকেন। সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যও পড়াশোনার দরকার পড়ে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে দেশের আর্থিক উন্নয়ন সাধনের এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার একটি জরুরি ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। দেশে গরিব মানুষদের সন্তানদের শিক্ষার মাধ্যমে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উঠানো এই শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ব্যবস্থা প্রকারন্তরে 'এলাইট এডুকেশন।'

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের জনগণের ধারণা ছিল— যতো বেশি পড়ালেখা করে ডিগ্রি গ্রহণ করবে, ততো বেশি চাকরির সুযোগ হবে। তারা ওই ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর বেশি ঝুঁকে পড়ে। গরিব-ধনী উভয় গোষ্ঠীর জনগণ তাদের সন্তানদের ভালো চাকরি পাওয়ার আশায় শিক্ষার জন্য রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। পাশাপাশি বাড়তে থাকে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ। দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়ানো হতে থাকে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, দেশের আর্থিক সম্পদ ও শিক্ষার প্রসারই গরিব মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের শেষ কথা নয়। উন্নয়ন নির্ভর করে শিক্ষা ও সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার প্রক্রিয়ার ওপর। অর্থ বিনিয়োগের উপযুক্ত প্রক্রিয়া নির্ভর করে দেশের দরিদ্র জনগণের উপলব্ধি করার জন্য নেতাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও জনদরদি মনোবৃত্তির ওপর। এছাড়া এটি নির্ভর করে দেশের মানুষের 'নিট আয়'-এর বৃদ্ধি এবং সম্পদের সুষম বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার ওপর।

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, আমাদের দেশে এসব উদ্দেশ্য বাস্তবে কতোটুকু ফলেছে? কেউ কেউ মনে করেন পরিকল্পনা প্রণয়নের যথার্থতা প্রমাণের জন্য এসব উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরোধী। এ বিতর্কের কিনারা করতে হলে, শিক্ষার অবস্থা উপলব্ধি করার জন্য 'লার্নিং সিস্টেম' জানতে ও বুঝতে হবে। 'স্কুলিং' ও 'লার্নিং' এক জিনিস নয়। 'লার্নিং' একটি টেকনিক্যাল ব্যাপার। 'স্কুলিং' ও 'এডুকেশন' হলো 'লার্নিং' সিস্টেমের বিভিন্ন শাখা প্রক্রিয়া মাত্র। আর শিক্ষার তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো— 'হিউম্যান ক্যাপিটাল' ও 'স্ট্রাকচারাল' থিওরি। 'হিউম্যান ক্যাপিটাল থিওরি' অনুযায়ী বলা যায় যে, শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দের ফলে শ্রমের উপযুক্ততা ও মান বাড়ে। অন্যদিকে শিক্ষার 'স্ট্রাকচারাল থিওরি' বলে যে শিক্ষা শুধু ব্যক্তির উৎপাদন শক্তিই বাড়ায় না, বরং এর মাধ্যমে ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হয়ে সমাজে শ্রেণীবিভাগকে সহায়তা করে।

আমরা লক্ষ্য করছি যে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজে বেশি বেশি বিশৃঙ্খলা, ড্রপ আউট ও বেকারত্ব বাড়ার ফলে সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট হচ্ছে, উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, সমাজ স্বীকৃত শ্রমবাজারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ডিগ্রিকে একটি পাসপোর্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ ডিগ্রি দিয়েই অনেক স্তর পার হওয়া যায়। শিক্ষার ব্যক্তিক এবং সামাজিক উপযোগিতা দুই-ই আছে। দেশের উন্নয়নে শিক্ষা তখনই কাজ করতে পারে, যখন শিক্ষার লাভ বা উপযোগিতা ও মানবিক দক্ষতা থাকে।

আর শিক্ষাকে শুধু ব্যক্তির টেকনিক্যাল পরিবর্তনের কাজে ব্যবহার না করে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজে লাগানো উচিত। শুধু ডিগ্রি লাভ করে টাকা-পয়সা উপার্জন করে, সেই উপার্জিত অর্থ খরচ করাই শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য নয়। বরং শিক্ষা শেষে তার অর্জিত গুণাবলী প্রয়োগ করে সমাজের মান ও ঐতিহ্য বজায় রাখা, প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। এজন্য দরকার শিক্ষানীতি। কিন্তু, আমাদের দেশে কোনো শিক্ষানীতি নেই। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষানীতিকে সমাজের স্থিতিশীল সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো থেকে আলাদাভাবে চিন্তা করা যায় না। শিক্ষার কোনো পরিবর্তন বা সংস্কার করতে হলে, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকসমূহ অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য শিক্ষার মান, প্রশিক্ষণ, শিক্ষকের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা, পরিকল্পনা ইত্যাকার বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন শিক্ষার্থীর ব্যর্থতার জন্য দায়ী উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব, শিক্ষার্থীর অযোগ্যতা ও অমনোযোগিতা, শিক্ষকের অবহেলা, শিক্ষকের অযোগ্যতা, উপযুক্ত বেতনের অভাবে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি। তাদের বক্তব্য যে অসত্য এমন বলা যাবে না। তবে, শিক্ষার জন্য প্রবর্তিত যেকোনো নীতির জন্য দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, শিক্ষার প্রাথমিক কাজ হলো সমাজে একটা বিশেষ বাহিনী তৈরি করা। ব্যক্তির জ্ঞান-গরিমায় পূর্ণতা অর্জনে তাকে উদ্ভাসিত করা মাত্র নয়। মানবশক্তি তৈরির কাজে জড়িত অর্থ দ্বারা ব্যক্তির সম্ভাব্য উপযুক্ততা অর্জনের ব্যবস্থা না করে, সীমাবদ্ধভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে স্ক্রিনিং করে সুবিধামতো তাকে এক জায়গায় নিয়োজিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বলাবাহুল্য, আমাদের দেশে সেটি করা সম্ভব হচ্ছে না। বরং, পরীক্ষানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় ডিগ্রির মাধ্যমে শুধু 'স্ক্রিনিং'-এর কাজ হচ্ছে। আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, সমাজ স্বীকৃত শ্রমবাজারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ডিগ্রিকে একটি পাসপোর্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ ডিগ্রি দিয়েই অনেক স্তর পার হওয়া যায়।

শিক্ষার ব্যক্তিক এবং সামাজিক উপযোগিতা দুই-ই আছে। দেশের উন্নয়নে শিক্ষা তখনই কাজ করতে পারে, যখন শিক্ষার লাভ বা উপযোগিতা ও মানবিক দক্ষতা থাকে।

গাউসুর রহমান : কলেজ শিক্ষক।

NOV 14 2002